জলসিঁড়ি নদীটির পারে

বিচিত্র আকৃতির সব জমিজমা। আর সেই সঙ্গে কত বিচিত্র রকমের ধানকাটা, ধানতোলা আর ধানভাঙ্গা

নওয়াজেশ আহমদ

বাহান্ন, বাষট্টি, ঊনসত্তর-এর গণআন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান। মনে পড়ে বৃষ্টিভেজা দুরন্ত দিনগুলো— গ্রামের মেঠো পথে খেলাধুলা করা, পানিতে সাঁতার কাটা, পুতুল খেলা, যৌবনে রক্তে উত্তাপের কথা, অনেক মানুষ রাত জেগে সেবা করা। বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদর কথা মনে পড়লেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। অনেকেই আজ জীবিত নেই। আছে শুধু

তিন রেখে যান। কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন না। এই মূল্য বৃদ্ধি। তিনি দুই বেলা ভাত এক বেলা রুটি খান। শক্ত খাবার খেতে পারেন না। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে মারা গেছেন। শুধু এক মেয়ে আছে। নাতিনাতনি জামাইরা তাকে দেখাশোনা করে। এদের মাঝেই আনন্দে দিন কেটে যায় তাঁর।

রাজু মোস্তাফিজ

ত্যাগ করতে হবে এই কু-অভ্যাস

যদি কোন বিদেশী পর্যটক ঢাকা থেকে ফিরে প্রিয়জনের গল্পের আসরে বলে "ঢাকা শহরকে মনে হয়েছে যেন একটা গণশৌচাগার" তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে কি তাই নয়? মহাখালী থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গা এবং যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে রাস্তার দু'ধারে যেন প্রস্রাবের বন্যা। এ শহরের সর্বক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে এ যেন এক সহজলভ্য বিষয়। যে কোনখানে যে কোন অবস্থায় প্রস্রাব বেগ হলেই কাজ সেরে ফেলছে। কোট-প্যান্ট পরা ব্যক্তিটিও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন কাজটি করে। ফলে দিনে দিনে এই বাজে ব্যাপারটি পরিমাণ যাচ্ছে জ্যামিতিক হারে বেড়ে। এতে পরিবেশ যেমন হচ্ছে নোংরা তেমনি আমাদের নৈতিক অধঃপতনের স্বরূপও উন্মোচিত হচ্ছে। এই অসচেতনতার ফলশ্রুতিতে মানুষ ফুসফুসের ব্যাধিসহ ভুগবে নানা রোগে এবং ভিতরে ধারণ করবে বিকৃত মানসিকতা। সুতরাং এ অভ্যাস বর্জন করতে হবে।

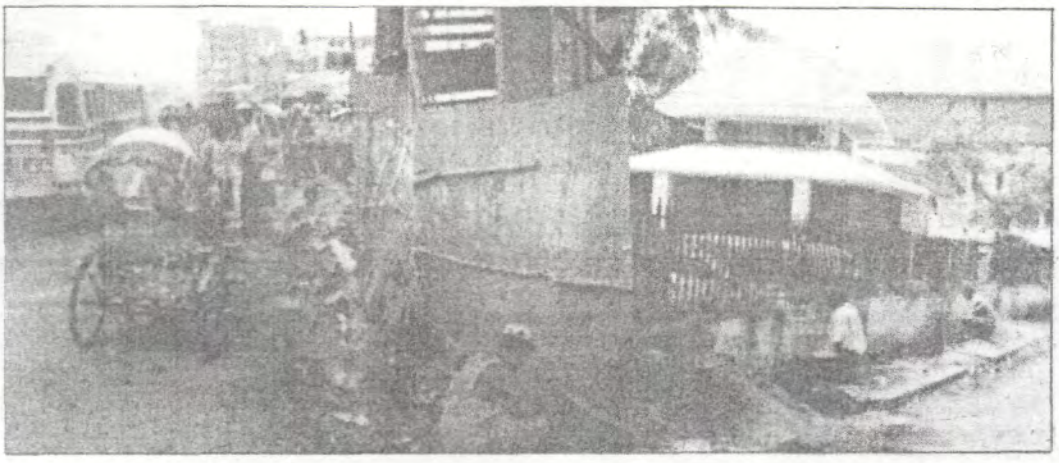

রাস্তার পার্শ্বে ডাস্টবিনকে কেন্দ্র করে যত্রতত্র ময়লা ফেলা হয় এবং ময়লা সংলগ্ন দেয়ালে লেখা এখানে "প্রস্রাব করা নিষেধ"কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিশালাকার প্রস্রাবখানা।

রয়েছে আত্মসচেতনতার অভাব। ব্যক্তি উদ্যোগে অধিকাংশ মহল্লায় বাড়িতে গিয়ে ময়লা আনার ব্যবস্থাটি চালু করার কারণে মহল্লা অভ্যন্তরে কিছুটা পরিচ্ছন্নতা হয়ত এসেছে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বড় রাস্তায় ডাস্টবিনের ময়লা সময় মতো নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয়নি। এ ক্ষেত্রে আবার জনসচেতনতা তার অভ্যাসও লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ময়লা না ফেলে, ফেলা হয় রাস্তার পাশে। পুরনো ঢাকার সদরঘাট সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন আবর্জনা ফেলা হয় রাস্তার দু'পাশে। আবার অনেক সময় দেখা যায় ঐ সব এলাকায় জ্যামের কারণে ময়লার গাড়ি ঢুকতে না পারায় দুই/তিন দিনও আবর্জনা ফেলে রাখা হয়। রাস্তার পাশে সদা প্রস্রাব সমাপ্ত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো "ভাই রাস্তায় প্রস্রাব করছেন কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, কিডনির সমস্যায় মারতে চান নাকি? সত্যিই তো, প্রস্রাব আসলে করতে তো হবেই কিন্তু করবে কোথায়? ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী ঢাকায় তাদের নিজস্ব টয়লেটের সংখ্যা ত্রিশটি। এত বড় জনসমাগমের নগরীতে অবশ্যই পর্যাপ্ত নয়। তারমধ্যে আবার ৭টি বন্ধ। ঢাকা শহরের দু'/তিনটি ব্যস্ততম এলাকার মধ্যে গুলিস্তান ও ফার্মগেট অন্যতম। জিপিও থেকে বংশাল পর্যন্ত নতুন একটিসহ মাত্র দু'টি টয়লেট রয়েছে। যার ফলে সমগ্র গুলিস্তান এলাকায় যত্রতত্র প্রস্রাব চলছে রাতদিন। ফার্মগেট ত্রিকোণ পার্ক টয়লেটটি খুব সুন্দুরভাবে তৈরি হলেও কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। রামপুরা পাবলিক টয়লেটটিও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রায়েরবাজার পাবলিক টয়লেট ও গাবতলী গরুর হাটের পাবলিক টয়লেট প্রয়োজনীয় মেরামত ও পানি-বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ। এভাবে টয়লেট বাড়ানোর পরিবর্তে দিন দিন তা কমছে।

এই অপরিচ্ছন্নতার দায়ভার গ্রহণ করতে হবে এ শহরের প্রত্যেকটি মানুষকে। বিষফল ভোগ করতে হবে শারীরিক ও মানষিকভাবে। সুতরাং আপন স্বার্থেই যত্রতত্র প্রস্রাবকে করার অভ্যাস বর্জন করতে হবে। ব্যক্তি সচেতনতা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও সচেতন হতে হবে। সুন্দরের স্বপ্নে এই অভ্যাসকে প্রতিহত করতে হবে জোরালোভাবে।

আবু মোকারম খোন্দকার শাহীন

সার্জি গোলোভিনের নাম তাঁর প্রজন্মের ফরাসী পুরুষ ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে একমাত্র রুডলফ নুরিয়েভই তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন। হৃৎপিণ্ডের অপারেশন-পরবর্তী

ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক, ড্রামাটিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এসে যুক্ত হয়ে তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমায় সৌন্দর্য ও মোহনীয়তা এনে দেয়। তিনি লা সিলফাইডে জেমস-এর

অনিচ্ছাকৃত ভুল। পাশ পরিবর্তন করতে গিয়ে হয়তো লেগে গেছে। দ্বিতীয় লাথিটি স্রেফ গিলে ফেললাম। তৃতীয় লাথিতে ধৈর্য ভঙ্গ হলো। রক্ত চড়ে গেলো মাথায়। দু'হাতে ধরে হ্যাচকা টান মেরে ওকে বসিয়ে দিলাম বিছানায়। 'এই ব্যাটা, আমাকে লাথি মারছিস ক্যান'? সজীব টেনে টেনে বললো, 'রো-রো-রোনাল্ডো-'। ঘর অন্ধকার। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাটা ঘুমের ঘোরে কথা বলছে। আমি আবার ঝাড়ি লাগালাম, 'কি...কি রোনাল্ডো'? ও দারুণ এক বিষাদাত্মক কণ্ঠে বললো, 'ব্যাচারাকে তিন-চারজন মিলে চেক দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই হিট করছে। শা-শালারা!' অন্ধকারেই ব্যাপারটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো। ব্যাটা নির্ঘাত স্বপ্নে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল স্টার রোনাল্ডো বনে গেছে এবং আমাকে প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার ভেবে নির্বিচারে লাথি চালিয়ে দিয়েছে। আসল রোনাল্ডো অবশ্য খুব ঠাণ্ডা মাথার প্লেয়ার। নকল রোনাল্ডোর মাথা গরম। আহা বেচারা! খুব মায়া হলো আমার। ফুটবল ওর ধ্যান-জ্ঞান। ফুটবলই ওর সব। হাত সরিয়ে নিতেই ধপ করে পড়লো বিছানায়। তলিয়ে গেলো ঘুমের রাজ্যে এবং সম্ভবত সোজা গিয়ে হাজির হলো ফ্রান্সে...।

পৃথিবী ভুগছে এখন এক বৈশ্বিক-জ্বরে। জ্বরটা খুব মারাত্মক এবং সেন্সেটিভ। ম্যালেরিয়ার মতো নির্দিষ্ট ইন্টারভেল দিয়ে এটা আসে। ইন্টারভেল-রেঞ্জ ৪ বছর। রেঞ্জটা নেহাৎ কম নয়। কম নয়, তাই রক্ষে। কম হলে কি হতো বলা যায় না। আমার ধারণা, সে ক্ষেত্রে বিশ্বের ৪০ ভাগ মানুষ স্রেফ মানসিক রোগী হয়ে যেতো, যাকে বলে 'ম্যানিয়া'। আর কমপক্ষে ১৫ ভাগ তাদের সব ছেড়ে সরাসরি ফুটবলকে ধ্যান করতে লেগে যেতো। যা হোক পৃথিবীর একটা অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশেও উত্তাপ ছড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক স্বাভাবিক নয়, কিছুটা যেন অস্বাভাবিকভাবেই দেশটা কাঁপছে ঠক ঠক। আর দেশের হৃৎপিণ্ড মানে ঢাকার অবস্থা তো 'যৎপরোনাস্তি'। তো বিশ্বকাপ ফুটবলের একটা ডোমেস্টিক ইফেক্টের নমুনা তো শুনলেন, এবার একটু বাইরে যাওয়া যাক। আমাদের গলিটা মোটামুটি সরুই বলা চলে। ইদানীং এই সরু গলিতেই সকাল-সন্ধ্যা সমানে চলছে বিশ্বকাপ ফুটবল। খেলোয়াড়দের কেউই অবশ্য ১৫-র উর্ধ্বে নয়, এদেরকেই আগে দেখেছি দুর্দান্ত ক্রিকেটার হিসেবে। রাস্তা জোড়া ক্রিকেট ম্যাচ। কেউ টেন্ডুলকর, কেউ রানাতুঙ্গা, কেউ সেন ওয়ার্ন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ডালপালা মেলে, সেখানে কি হয় এতো উন্মাদনায়) হয়তো হয়। হয়তো না। অথচ ফিফার র‍্যাংকিংয়ে হয়ে যায় ১৫০তম! কি দুর্ভাগা জাতি! যাদের হ্যাচকা টানে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে আনার কথা। অথচ তারা কিনা ১৫০! এ বিধাতার বড় অবিচার!!

তো চলছে পাড়ায় পাড়ায় এমেচার বিশ্বকাপ। আর রাস্তা-ঘাটে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, ক্যাম্পাসে, ক্যান্টিনে সর্বত্র চলছে মালটিকালার ফুটবল গসিপিং। ফুটবল কাকে বলে, কতো প্রকার এবং কি কি? ফুটবলের জন্ম রহস্য, রোনাল্ডোর ক্যারিশমা, ওর্তেগার স্বপ্ন পূরণ, বিশ্বকাপে মাফিয়া প্রভাব, ফ্রান্সে ফুটবলবিরোধী কয়েকটি শক্তিশালী সংগঠনের 'এন্টি ফুট ককটেল' আকাশে-বাতাসে কেবল ফুটবল ফ্রেজ; জীবন এখানে নত হয়ে আছে ফুটবলের চরণ তলে। সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোতে ইতোমধ্যে কার্যকরী হয়ে গেছে 'অলিখিত বিলম্ব চুক্তি'। কেউ সময় মতো অফিসে এলে বুঝতে হবে সে একটা আস্তো 'ক্যাড', রাত জেগে বিশ্বকাপ দেখছে না। এই জাতীয় ভয়ংকর বেরসিক তৎক্ষণাৎ ভদ্র সমাজে মেশার অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে। ...অমুকের চোখ লালাভ নয়, নির্ঘাত শালা 'ক্যাড'!

চলছে বিশ্বকাপ ফ্যাশন। বাইরের কথা বাদ দিলাম, একেবারে ঘরে ঢুকে আমাদের সজীব সেদিন চুল ফেলে মাথা ন্যাড়া করে এলো। রোনাল্ডো ছাঁট। সারাক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা উলটে আর বলছে, 'ইউ আর গ্রেট রোনাল্ডো'। সজীবকে কিন্তু 'গ্রেট বিয়ার'-এর মতো লাগছে। দু'দিন আগে আমি গিয়েছি পাড়ার সেলুনে চুল কাটাতে। নাপিত খুর-কাঁচি নিয়ে বললো, 'ভাই রোনাল্ডো'? আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মানে'? 'রোনাল্ডো ছাঁট দিয়ে দেই'? আমি শংকিত হয়ে বললাম, 'মাফ করেন। নরমাল ছাঁট দেন'।

সে যুক্তি দেখালো, 'আপনাদের সজীব ভাই তো ওই ছাঁট দিয়ে গেলো। আপনার অসুবিধে কি'? আমার মেজাজ চড়ে গেলো। দমক দিয়ে বললাম, 'অসুবিধে আছে। আমি সজীব ভাই না, আমার অতো সহজে জ্বর আসে না...'।

ওই দিন রাতে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখি, কয়েকশ' নাপিত হাতে খুর-কাঁচি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এগুচ্ছে আর সমস্বরে বলছে, 'রোনাল্ডো ছাঁট দিয়ে দেই'? আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জ্বরটা তাহলে আমাকেও ধরেছে?

দুই বছর পুরো হয়নি। এখনি তার পছন্দ-অপছন্দ খুব জোড়ালো। নাম : ঈশিতা দাস। সবার আদরের ডাক নাম মৌপ্রিয়া। কার্টুন দেখে সময় কাটায়। আইসক্রিম পেলে অন্য খাবারের কথা একেবারে ভুলে যায়। বাবার কোল তার খুবই প্রিয়। রং-এর বেলায় তার প্রিয় রং গোলাপি। প্রিয় মুখ মৌপ্রিয়া এখনই স্বভাব প্রিয়।

বাঁচাও ধরিত্রী বাঁচাও দেশ

শাহীন খোন্দকার

পারমাণবিক যুদ্ধে কালই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে– আশংকাটি শুনে আতকে উঠলেও বেমালুম উড়িয়ে দেয়া যায় না। ৪৫০ কোটি বছরের বয়সিনী আমাদের এ ধরিত্রী নানাবিধ রোগে জর্জরিত। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, আণবিক যুদ্ধের মহড়া, তাবৎ পরিবেশবিরোধী কার্যকলাপ আমাদের এ প্রিয় পৃথিবীকে বড়ো কাবু করে ফেলছে। কাবু করে ফেলছে আমাদের এ মাতৃভূমিকেও।

গেল ৫ জুন পালিত হলো আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস। দিবসটির স্লোগান ছিলো, For life on earth-save our seas– জীবনের জন্য পরিবেশ-নদী ও সাগর বাঁচাও। বিশ্বের সাথে সুর মিলিয়ে যদি আমরাও নদী ও সাগর বাঁচাতে চাই তাহলে আমাদের কণ্ঠনালীর অসুরগুলোকে প্রথমেই সুরে পরিণত করতে হবে, তা না হলে বেসুর সঙ্গীতই সৃষ্টি হবে।

গেল ৬ মার্চ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) আমদানি করা লক্ষাধিক মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল নিয়ে গ্রীসের পতাকাবাহী 'এমটি এসপিলোস' নামে মাদার ট্যাঙ্কার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতে কুতুবদিয়ার অদূরে নোঙ্গর করে। বিপিসি ক্রুড অয়েলের আমদানিকারক হলেও, ট্যাঙ্কার ভাড়া করে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। অভিযোগ রয়েছে, এসপিলোস' ট্যাঙ্কারটি লরুড়-ঝরুড় মার্কা ও আন্তর্জাতিক মেয়াদোত্তীর্ণ। বিএসসি'র একটি চক্র ব্রোকারদের যোগসাজশে প্রায়শ এ জাতীয় অতি পুরনো জাহাজে করে তেল আনার কাজে লিপ্ত থাকে। ইতিপূর্বে তেল নিঃসরণের মাধ্যমে সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণের দায়ে জাহাজটিকে সৌদি আরব থেকে বিতাড়িত ও জরিমানা করা হয়েছিলো। সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর ধারণা, এ ধরনের জাহাজ পরিবেশের জন্য যে কোনো সময় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী, তুরাগ, রূপসা প্রভৃতি নদীর পানি দূষিত করছে ট্যানারি শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, প্লাস্টিক পেপার, টেক্সটাইল, রাবার, রাসায়নিক কীটনাশক শিল্প, পাটকল, ওষুধ শিল্প ও সার কারখানা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষিত হচ্ছে বুড়িগঙ্গা, তীর দিয়ে বয়ে যাওয়া ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যের কারণে। এছাড়া এ নদীর পানি দূষণের আরেকটি বৃহৎ কারণ হলো ওয়াসা থেকে নির্গত পয়ঃবর্জ্য।

সম্প্রতি পরিবেশ দূষণকারী শিল্প চিহ্নিত হচ্ছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। অতীতে পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা রক্ষায় সচিব পর্যায়ের একটি কমিটিও কাজ করছে বলে জানা যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর কার্যফল লক্ষ্য করা যায়নি। তাই সংশ্লিষ্ট মহল কথায় নয়, কাজে তার প্রমাণ দেবেন বলে সকলেই এবার আশা করছে।

৬ জুন ছিলো সংসদ ভবনের সম্মুখে কালো ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ প্রতিরোধকল্পে অভিযানের শুভ সূচনা। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সচিব আহবাব আহমদ, সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক এআর খান প্রমুখ। কালো ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ি চিহ্নিত করা এবং মন্ত্রী কর্তৃক স্টিকার লাগানোই ছিলো মূলত অনুষ্ঠান। মজার ব্যাপার হলো, ওই মুহূর্তে যে গাড়িটি কালো ধোঁয়া ও হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো– জানতে চাওয়া হলো কার গাড়ি? ড্রাইভার জানালেন, মালিক স্বয়ং 'পরিবেশ অধিদফতর'।

এই হলো আমাদের পরিবেশ রক্ষার হাল-হকিকত। আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি, যেখানে আর চুপটি মেরে বসা যায় না। বাঁচার তাগিদে স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিশেষে সকলের প্রতি ছোট্ট অনুরোধ, রক্ষক হয়ো না ভক্ষক, বাঁচাও ধরিত্রী, বাঁচাও দেশ। বাঁচাও আগামী প্রজন্ম, করো না মানব বংশ শেষ।

The polythene plight

The Daily Star
November 12, 2001

The government is not doing enough to control use of polythene bags that have devastated Dhaka's drainage system, writes Atia Moazzema Shammi

DHAKA'S sewage network is considered one of the world's worst. Unchecked dumping of polythene bags in drains over the last two decades has made it even worse.

When polythene bags arrived in the early 1980s, city dwellers found it handy as an alternative to jute-fibre shopping bags. But few had thought it would soon deal a severe blow to the already fragile drainage system in the city.

These days one will find few shoppers in the city who do not carry goods from clothes to foods in polythene bags, mostly black ones, hardly knowing what harm they are causing to their own health and the environment.

According to data provided by the Environment and Social Development Organisation (ESDO), more than ten million polythene bags are used across the country everyday, six million of these in the capital alone. Only 10 per cent of used polythene bags are dumped in dustbins, while the rest is thrown into in drains and manholes clogging the flow of liquid wastes.

The ESDO statistics show that there are now 300 polythene bag making factories in the country and they produce 1,500 bags each on average and 90 per cent of them are made with black dye, which is a chemical grade.

"When foods are contained in black polythene bags, subtle *tress asdint* mingles with it, which ultimately accumulates in the stomach and causes various intestinal diseases," said environment expert Hossain Shahriar.

Echoing the same sentiment, Rabi Gopal Biswas, director of the Environment Directorate, said the black chemical used in polythene bags may cause cancer if black polythene is always used in carrying food items without using additional cover. "We are simply inviting various health hazards by widely using polythene bags," he said.

Rabi said 90 per cent of the polythene bags used in our country's kitchen markets are black ones, which is the main concern for the environmentalists.

Polythene is a compound element. In Bangladesh, two recyclable chemical compounds - propylene and polytheline - are used in making polythene. Its melting point is 120 centigrade to 130 centigrade. It sends C, CO2, into the air while melting. Of them, CO is a dangerous compound.

Although scientists invented polythene and polythene products in the late 19th century, it captured the US markets in 1958 while it stormed the Bangladesh market in the early 1980s, nearly 100 years after its invention.

But this chemical product soon proved to be environment-unfriendly. So many countries have given up its use for the greater sake of the environment. But Bangladesh could not take any steps to ban production of polythene bags despite widespread protest by the environmentalists.

Abu Mokeram Khondaker, executive director of the Association for Environment and Human Resource Development (AFEAHRD), said in heavy construction works are going on in some city areas, which were once the dumping sites of garbage.

He said the polythene bags, which remained beneath the newly constructed buildings, would gradually make the structure fragile as polythene bags do not allow the soil to settle firmly. Few construction firms will take the extra-trouble of removing the polythene bags before going for construction.

In 1992, production of all types of polythene bags was banned but the decision could not be enforced for lack of alternative arrangement. In 1994, the then BNP government had again taken a move to ban polythene bag production but ultimately it succumbed to the movement of polythene bag manufacturers.

During the 1998 flood when water stagnation had taken a serious turn in the city, the Awami League government had decided to prohibit polythene production. But the decision was shelved for reasons unknown.

Again on January 18, 2000 then Prime Minister Sheikh Hasina approved a decision banning polythene production. To this end, a high-profile committee was also formed. The committee had decided that black polythene bags would be banned immediately and then production of all types of polythene bags would be banned in phases. Unfortunately, this government decision too has lost in the piles of red-taped files.

The movement against polythene bags, spearheaded by the Environment and Social Development Organisation (ESDO), gained momentum in the early 1990s although polythene bags captured the market in the early 1980s.

About the success of their movement against use of polythene bags, ESDO Executive Director Hossain

Shahriar said, "Even though we could not yet a[chieve] hundred per cent success - total ban - we have been a[ble] to raise public awareness about the adverse effects o[f] polythene bags. Now a large section of the people realise that use of polythene is harmful both to public health and the environment."

He said some neighbouring countries like India and Pakistan, where polythene use has been banned in several cities, had welcomed the movement. Production of black polythene bags in Sindh province of Pakistan while all types of polythene bags in the Indian city of Mumbai has been banned. "If they can succeed in their movement, we too can," Shahriar said.

He said the use of polythene bags in the Dhaka Cantonment area has already been banned and city dwellers elsewhere of the city can follow suit with a firm determination for the greater sake of the environment.

Shahriar said some prominent shopping centres like Mela, Arong and Prabortana provide goods in paper bags instead of polythene bags. "This awareness will continue to grow," he hoped.

The encouraging sign is that more organisations like the Polythene Bag Resistance Co-ordination Committee and Bangladesh Environment Movement have joined the anti-polyphone movement.

On August 4 this year, they held a seminar titled "Polythene: Its Impact on Health and Economy" where experts opined that the country's environment is bein[g] pushed towards a disaster through massive use of poly[]thene bags.

Recognising the long-term adverse impact of poly[]thene bags, President of Polythene Bag Manufacturers Association Alamgir Iqbal said, "The government ma[y] ban the production of black polythene because it's ver[y] harmful to the environment but we'll oppose the idea o[f] banning the production of all kinds of polythene bags."

Kazi Muhammad Shish said research is on abroad t[o] produce environment-friendly polythene bags usin[g] degradable plastic technology, which will automaticall[y] be perished after a certain period of time. "This technol[]ogy will also come to our country soon, but we wil[l] accept it only after reviewing its pros and cons."

"We should not allow the polythene factories to pro[]duce environment-unfriendly products considering th[e] fate of hundreds of workers of the sector. They coul[d] easily be rehabilitated somewhere else like the texti[le] sector. What I understand is that we need a total ban o[f] polythene production right now," he said.

- NewsNetwo[rk]